Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা
জাগো টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ
ওমান-আরব আমিরাত ২০২১
ক্লিক করুন

ভয়েস মেসেজের মাধ্যমে বন্যার পূর্বাভাস দিতে কাজ করছে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২১

ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ভয়েস মেসেজের মাধ্যমে দ্রুত বন্যার পূর্বাভাস দিতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান।

শনিবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকায় একটি হোটেলে ‘স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা ও প্রচার ব্যবস্থার উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের কর্মশালায় এ কথা বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগণের আয়ের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ভয়েস মেসেজের মাধ্যমে দ্রুত বন্যার পূর্বাভাস দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে

সরকার। বন্যার আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে আরও আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বন্যার ঝুঁকি হ্রাসে কাজ করা যায়।

এ জন্য জেলা-উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইন্টিগ্রেটেড ওয়েব-মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে বন্যার তথ্য ও পরামর্শ সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক সফরে আকস্মিক বন্যার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন তিনি। এসময় প্রতিমন্ত্রী মোবাইল এপ্লিকেশন এবং স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির মাধ্যমে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী বলে মন্তব্য করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, এই প্রকল্প উত্তরাঞ্চলের কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জামালপুরের ১৯টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। এই ১৯টি উপজেলার যেসব ইউনিয়ন সবচেয়ে বেশি বন্যার ঝুঁকিতে, বিশেষ করে কুড়িগ্রাম জেলার ব্রহ্মপুত্র, ধরলা ও দুধকুমার, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার যমুনা এবং বাঙালি নদীর তীরবর্তী এলাকা এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আতিকুল হক।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আবহাওয়া অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আইডব্লিউএফএম, আইএফএডিসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

আরএমএম/জেডএইচ/জেআইএম